সময়ে বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১৬.১৭ ও ৭.৮৯ শতাংশ। এপ্রিল, ২০১৯ সময়ে নীটওয়ার এবং ওভেন গার্মেন্টসের রপ্তানি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে ১২.৩২ ও ১২.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও চামড়া এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

২.২২ রপ্তানি খাতের উন্নয়নে সরকার নানাবিধ কৌশল হাতে নিয়েছে যেমন: রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, নতুন বাজার অনুসন্ধান, নতুন নতুন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন, ইত্যাদি। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, জ্বালানি, বন্দর ও যোগাযোগ অবকাঠামোসহ সরবরাহ দিকের সমস্যা নিরসনে সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টা রপ্তানিকারকদের লিড টাইম কমানো, উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার ও সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবে। এছাড়া, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ গড়ে তোলা এবং সম্ভাবনাময় শিল্পে প্রণোদনা প্রদানের ফলেও রপ্তানি বাড়বে। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে রপ্তানি ৬০.০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে নুতন রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ প্রণয়ন করেছে। সরকার ২২ ধরণের পণ্যকে রপ্তানি নগদ সহায়তা প্রণোদনা প্রদান করছে যাতে তারা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। উপরিউক্ত বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ দৃশ্যপট বিবেচনায় নিয়ে চলতি অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ১৫.০ শতাংশ এবং মধ্যমেয়াদে তা অর্জিত হবে বার্ষিক ভিত্তিতে গড়ে ১২.০ শতাংশ।

২.২৩ অন্যদিকে আমদানির পরিমাণ চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে ছিল ৪৫.৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৪৩.৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং উক্ত সময়ে আমদানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৫.১৩ শতাংশ। জুলাই-মার্চ, ২০১৯ সময়ে সার্বিক ঋণপত্র খোলার প্রবৃদ্ধি (-২০.৮৯ শতাংশ) এবং মূলধনী যন্ত্রপাতির ঋণপত্র খোলার প্রবৃদ্ধি (-২৭.৬৬ শতাংশ) গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে কম হলেও একই সময়ে শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি (০.৭৬ শতাংশ) অর্জিত হয়েছে। শিল্পের কাঁচামালের আমদানি বৃদ্ধি দেশের বিদ্যমান উৎপাদন সক্ষমতার ব্যবহার বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে। উপরোক্ত দৃশ্যপট বিবেচনায় নিয়ে চলতি অর্থবছরে আমদানি প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ৬.০ শতাংশ এবং মধ্যমেয়াদে তা অর্জিত হবে বার্ষিক ভিত্তিতে গড়ে ১০.০ শতাংশ।

২.২৪ বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল ও উদীয়মান অর্থনীতির উপর প্রবাস আয়ের গুরুত্ব অত্যন্ত অপরিসীম। সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবাস আয় লেনদেনের ভারসাম্য কমানোর পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তি পর্যায়ের প্রবাস আয় পরিবারের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নত করে এবং চূড়ান্তভাবে সঞ্চয় বৃদ্ধি করে যা মূলধন যোগানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করে থাকে। পূর্ববর্তী অর্থবছরের মন্দাভাব কাটিয়ে চলতি অর্থবছরে প্রবাস আয় গতি পেয়েছে এবং উক্ত সময়ে বৈদেশিক নিয়োগের ক্ষেত্রে উর্ধ্বমূখী প্রবণতা বজায় ছিল।

২.২৫ প্রবাস আয় ও বৈদেশিক নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে যেমন: প্রবাস আয় সম্পর্কিত বিধি-বিধান সহজ করা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রশাসনিক খরচ হ্রাস করা, জনবল রপ্তানির ক্ষেত্রে নুতন বাজার খুঁজে বের করা, বৈদেশিক শ্রম বাজার উপযোগী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান। বিদ্যমান অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে প্রবাস আয়ের পরিমাণ ছিল ১৩.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.০১ শতাংশ বেশী। অন্যদিকে, বিগত অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরের একই সময়ে বৈদেশিক নিয়োগ ২৫.২৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ০.৫৭ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। এই সকল বিষয় বিবেচনায় চলতি অর্থবছরে প্রবাস আয়ের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১৬.০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে এই প্রবৃদ্ধির এই হার গড়ে ১২.০ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

২.২৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে চলতি হিসাব ভারসাম্যের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪.২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৬.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মূলত: বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস এবং প্রবাস আয়ের প্রবাহ বৃদ্ধিজনিত কারণে চলতি হিসাব ভারসাম্যের ঘাটতি গত বছরের তুলনায় কমে গেছে। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) ক্ষেত্রে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিডা এর পরিসংখ্যান মতে ২০১৮ সালে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৭ সালের তুলনায় ৬৭.৯৪ শতাংশ বেশী। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের সামান্য উর্ধ্বমুখী প্রবণতা

বিদ্যমান। এপ্রিল, ২০১৯ এ মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দিয়ে প্রায় ৬.৩ মাসের আমদানি বিল পরিশোধ করা যাবে। এপ্রিল, ২০১৯ শেষে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ৮৪.৪৫ টাকা, যা বিগত অর্থবছরের শেষে ছিল ৮৩.৭২ টাকা। জুন ২০১৭ এর তুলনায় একই সময়ে ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতি হয়েছে ৩.৮৫ শতাংশ। ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতির দরুন রপ্তানি ও প্রবাস আয় উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

২.২৭ উচ্চতর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ব্যাপক সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন যার ফলে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মধ্যমেয়াদে সরকারের মেগা অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক রিজার্ভ প্রয়োজন। ফলে চলতি হিসাবে কিছু ঘাটতি হবে। তবে, ধনাত্মক মূলধন ও আর্থিক হিসাব যেমন: বর্ধিত ওডিএ এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ কিছুটা হলেও চলতি হিসাবের এই প্রতিকূল প্রভাব প্রশমিত করতে পারবে। তবে পাইপলাইনে থাকা প্রকল্প সাহায্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার, অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে বিদেশি বিনিয়োগ ও ব্যক্তি খাতে বৈদেশিক ঋণের অন্ত:প্রবাহ আর্থিক ও মূলধন হিসেবে পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত তৈরি করতে পারে। যার ফলে সামগ্রিক লেনদেনের ভারসাম্য অনুকূলেই থাকবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে। সার্বিক বিবেচনায় চলতি অর্থবছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি জিডিপির ১.৮ শতাংশ এবং মধ্যমেয়াদে জিডিপির ১.০ শতাংশের কম হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২.২৮ চলতি অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মধ্যমেয়াদে তা ৪৯.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কার্যকরী চাহিদা ব্যবস্থাপনা এবং বহি:খাতের ইতিবাচক অগ্রগতি বৈদেশিক বিনিময় হারকে বৈশ্বিক বিনিময় বাজারে প্রতিযোগিতামূলক রাখবে।

২.২৯ উপরিউক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করে প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প সারণি ২.৪ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ২.৪: মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২)

সূচকসমূহ	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৭.৮৬	৭.৮	৮.১৩	৮.২	৮.৪	৮.৬
মূল্যস্ফীতি (%)	৫.৮	৫.৬	৫.৫	৫.৫	৫.৫	৫.৫
মোট বিনিয়োগ ((জিডিপি'র শতাংশে)	৩১.২	৩৩.৫৪	৩১.৬	৩২.৮	৩৩.৬	৩৪.৪০
বেসরকারি বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশে)	২৩.৩	২৫.১৫	২৩.৪	২৪.২	২৪.৭	২৫.৪
সরকারি বিনিয়োগ ((জিডিপি'র শতাংশে)	৮.০	৮.৩৯	৮.২	৮.৭	৮.৯	৯.০
রাজস্ব (জিডিপি'র শতাংশে)	৯.৬	১৩.৪	১২.৫	১৩.১	১৩.৪	১৩.৮
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৮.৩	১১.৭	১১.০	১১.৩	১১.৬	১২.০
রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত	০.৩	০.৪	০.৪	০.৫	০.৫	০.৫
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	১.০	১.৩	১.১	১.৩	১.৩	১.৩
সরকারি ব্যয় (জিডিপি'র শতাংশে)	১৪.৩	১৮.৩	১৭.৫	১৮.১	১৮.৪	১৮.৮
তন্মধ্যে, এডিপি	৫.৩	৬.৮	৬.৬	৭.০	৭.১	৭.২
বাজেট ঘাটতি (জিডিপি'র শতাংশে)	-৪.৭	-৪.৯	-৫.০	-৫.০	-৫.০	-৫.০
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.৫	২.৮	৩.১	২.৭	৩.০	৩.২
তন্মধ্যে, ব্যাংক	০.৫	১.৭	১.২	১.৬	২.২	২.৫
বৈদেশিক অর্থায়ন	১.২	২.১	১.৯	২.৪	২.০	১.৮
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশে)	৯.২	১৪.৬	১২.০	১২.৫	১২.৮	১৩.০
অভ্যন্তরীণ ঋণ (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশে)	১৪.৭	১৫.৬	১৫.৯	১৪.৫	১৫.৭	১৬.৫
বেসরকারি খাতে ঋণ (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশে)	১৬.৯	১৬.৫	১৬.৫	১৬.৬	১৬.৭	১৬.৮
রপ্তানি (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশে)	৬.৪	১০.০	১৫.০	১২.০	১২.০	১২.০
আমদানি (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশ)	২৫.২	১২.০	৬.০	১০.০	১০.০	১০.০
প্রবাস আয় (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশ)	১৭.৩	১৫.০	১২.০	১৩.০	১২.০	১১.০
জিডিপি (চলতি মূল্যে) বিলিয়ন টাকা	২২,৫০৫	২৫,৩৭৮	২৫,৩৬২	২৮,৮৫৯	৩২,৯২৭	৩৭,৪৮৭
জিডিপি (চলতি মূল্যে) বিলিয়ন মা. ড.	২৭৪.১	৩০৯.৫	৩০১.৯	৩৪৭.৭	৩৯২.০	৪৪৬.৩

উৎস: অর্থ বিভাগ

তৃতীয় অধ্যায়

সরকারি ব্যয় এবং খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার

৩.১ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সরকারি ব্যয় নির্বাহ করা হলে বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ কমে আসে অনেকের এমন যুক্তি থাকলেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্দীপক হিসেবে সরকারি ব্যয় অত্যাবশ্যক নিয়ামক। জন মেনার্ড কেইনস এর পর্যবেক্ষণ মতে সরকারি ব্যয় অব্যবহৃত বা স্বল্প-ব্যবহৃত মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। সুতরাং, সরকারি ব্যয় দুভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে-একদিকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি, অন্যদিকে উৎপাদন উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। অধিকন্তু, সরকারি ব্যয় দারিদ্র্যবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হলে একটি দক্ষ পুনর্বন্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধিকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করা যায়। সরকার জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়কে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

৩.২ সাম্প্রতিক অর্জিত মাইলফলকগুলো এযাবৎ অনুসৃত সরকারি নীতির সাফল্যের প্রমাণ। বিগত ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ গড়ে ৭ শতাংশের উপরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং চলতি অর্থবছরে ২০১৮-১৯ তা সোনালী নির্দেশক ৮ শতাংশ অতিক্রম করেছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ সম্প্রতি 'স্বল্পোন্নত দেশ' হতে 'উন্নয়নশীল দেশে' উত্তরণের সকল পূর্বশর্ত পূরণ করেছে। আমাদের অর্থনীতির এ অভূতপূর্ব অগ্রগতিকে ধরে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে বিপুল সরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন। সুতরাং সরকার অর্থনীতির চলমান প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সরকারি ব্যয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশল (২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর) প্রণয়ন করেছে, যাতে সম্পদ সঞ্চালন ও সরকারের উন্নয়ন অগ্রাধিকারের মধ্যে সুস্পষ্ট যোগসুত্র স্থাপন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সুষম প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য হ্রাস, সুশাসন নিশ্চিতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ, জ্বালানি নিরাপত্তা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব প্রশমন ও যথাযথ অভিযোজন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন, এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় উদ্ভাবনকে সরকার উন্নয়ন অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করছে।

৩.৩ এ অধ্যায়ে সরকারি ব্যয় বরাদ্দের খাতভিত্তিক বিভাজন, খাতওয়ারি কর্মসূচি ব্যয়ের সাম্প্রতিক প্রবণতা, বিভিন্ন খাতের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহ এবং অগ্রাধিকার খাতসমূহের বিপরীতে সম্পদ বরাদ্দ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া, ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত কর্মসূচি ব্যয়ের ধরণ ও প্রক্ষেপণের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে।

সরকারি খাতে ব্যয়ের চিত্র

৩.৪ বিদ্যমান প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জিডিপি'র শতকরা হারের তুলনায় সরকারি ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে এবং মৌলিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাসমূহের পরিধি দেশব্যাপী সম্প্রসারণ এবং সরকারি সেবা প্রদানের গুণগত মান বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বস্তুত:পক্ষে, বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল ও অগ্রসরমান দেশের তুলনায় জিডিপি'র শতকরা হারে সরকারি ব্যয় বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম। উদাহরণ হিসাবে বাংলাদেশে ২০১৮ সালে সরকারি ব্যয়ের আকার ছিল জিডিপি'র ১৪.২ শতাংশ, যেখানে ভিয়েতনাম, ভারত ও নেপালের ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ২৮.২, ২৭.৩ ও ৩২.০ শতাংশ। একইভাবে, উন্নত দেশগুলোর সরকারি ব্যয়ের আকার বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি (সারণি ৩.১)। উদাহরণ হিসেবে, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী ব্যয়ের এই হার জিডিপি'র যথাক্রমে ৫৬.১ ও ৩৫.১ শতাংশ।

সারণি ৩.১: কতিপয় দেশের সরকারি ব্যয়/জিডিপি অনুপাত, ২০১৮

(জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)

দেশ/অঞ্চল	সরকারি ব্যয়/মোট দেশজ উৎপাদন
ফ্রান্স	৫৬.১৬
ডেনমার্ক	৫২.২২
বেলজিয়াম	৫২.০৯
অস্ট্রেলিয়া	৩৬.৮২
ইউএসএ	৩৫.১২
নেপাল	৩২.০১
ভিয়েতনাম	২৮.২২
ভারত	২৭.২৮
মালয়েশিয়া	২২.৯৭
বাংলাদেশ	১৪.২১

উৎসঃ WEO, আইএমএফ, এপ্রিল, ২০১৮ ও অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

এই পরিস্থিতিতে সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো সীমিত সম্পদ হতে সরকারি ব্যয়ের আকার বৃদ্ধি করে জনগণের জন্য উন্নততর সরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা, বেসরকারি খাতের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা।

সরকারি ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

৩.৫ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারি ব্যয়ের আকার ছিল জিডিপি'র ১৪.১ শতাংশ (সারণি ৩.২)। অর্থবছর ২০১৪ হতে ২০১৭ পর্যন্ত সরকারি ব্যয় ক্রমহ্রাস প্রবণতা সত্ত্বেও সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে সরকারি ব্যয়ের হার ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি'র ১৭.৪ শতাংশে পৌঁছায়। মধ্যমেয়াদে, সরকারের লক্ষ্য সমন্বিতভাবে সহনীয় পন্থা বজায় রাখার মাধ্যমে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা। ফলে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি ব্যয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি'র ১৮.৩ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১৭.৪ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা প্রক্ষেপণ করা হয়েছে জিডিপির ১৮.৮ শতাংশে (সারণি ৩.২)।

সারণি ৩.২: সরকারি ব্যয়ের মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা

(জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)

২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮- ১৯	২০১৯-২০	২০২০- ২১	২০২১- ২২
প্রকৃত					সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
১৪.১	১৩.৮	১৩.৯	১৩.৬	১৪.৪	১৭.৪	১৮.১	১৮.৪	১৮.৮

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

চিত্র ৩.১: জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে মোট সরকারি ব্যয়

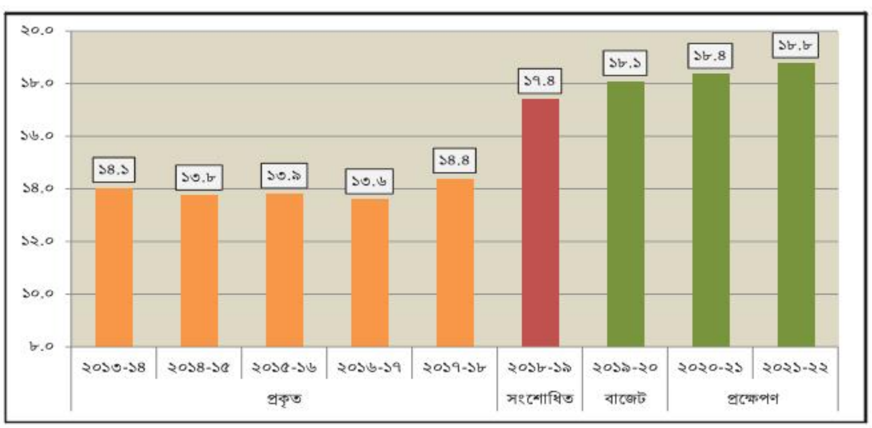

সরকারি ব্যয়ের গতিধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রকৃত সরকারি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির হার সব বছরেই ধনাত্মক মানসম্পন্ন এবং নামিক সরকারি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি সব বছরেই মুদ্রাস্ফীতির হার অপেক্ষা বেশী ছিল (সারণি ৩.৩)। তাছাড়া, ২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর সময়ে নামিক সরকারি ব্যয়ের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩.০৪ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সরকারি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি দাড়িয়েছে ৩৭.৪ শতাংশে, যা ২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। তাছাড়া, সরকারি ব্যয়ের মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্য এবং বিদ্যমান বাস্তবতাকে বিবেচনা করা হয়েছে।

সারণি ৩.৩: সরকারি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি

(শতাংশে)

২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
প্রকৃত					সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
৮.০	১০.৫	১৪.৯	১২.২	১৯.৬	৩৭.৪	১৮.২	১৫.৮	১৬.৩

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

আবর্তক ও মূলধন ব্যয়

৩.৬ সরকারি ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে সরকারি ভোগ, বিনিয়োগ ও সামাজিক হস্তান্তর। বাজেট শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী সরকারের ব্যয় বরাদ্দ প্রধানত দুইভাগে বিভাজিত হয়: আবর্তক ব্যয় ও মূলধন ব্যয়। আবর্তক ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারির অনুকূলে প্রদেয় বেতন-ভাতাদি, পণ্য ও সেবা ক্রয়, ভর্তুকি ও স্থানান্তর ব্যয়, এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের বিপরীতে পরিশোধিত সুদ ইত্যাদি বাবদ ব্যয়। এছাড়া, 'খাদ্য হিসাব পরিচালনা' এবং 'কাঠামোগত সমন্বয়' জনিত ব্যয়ও আবর্তক ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। অন্যদিকে, মূলধন ব্যয় হলো উৎপাদনশীল সম্পদের নতুন সৃষ্টি এবং সংযোজন। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং এডিপি বর্হিভূত মূলধন ব্যয়সমূহ মোট মূলধন ব্যয়ের অন্যতম প্রধান দুটি অংশ। এছাড়া, মূলধন ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঋণ ও অগ্রিম, রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প এবং এডিপি বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও হস্তান্তর ব্যয়।

৩.৭ বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে সরকারি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গুণগত মানোন্নয়নের জন্য আবর্তক ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, সরকারি বিনিয়োগের ক্রমবর্ধনশীল চাহিদা মেটাতে মূলধন খাতের ব্যয় বৃদ্ধিরও প্রয়োজন রয়েছে। ফলে, উচ্চ প্রবৃদ্ধির অর্থনৈতিক ধারা বজায় রাখতে বাজেট প্রক্রিয়ায় আবর্তক ব্যয় এবং মূলধন ব্যয়ের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজন হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আবর্তক ব্যয় ছিল মোট বাজেটের ৫৭.৭ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ৫১.৬ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণি ৩.৪)।

সারণি ৩.৪: মোট সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন

(বাজেটের শতাংশ হিসাবে)

খাত	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
	প্রকৃত				সংশোধিত		বাজেট	প্রক্ষেপণ	
আবর্তক ব্যয়	৫৮.৮	৫৮.০	৫৯.৯	৬১.৬	৫৭.৭	৫৬.১	৫৩.২	৫১.১	৫১.৬
মূলধন ব্যয়	৪১.২	৪২.০	৪০.১	৩৮.৪	৪২.৩	৪৩.৯	৪৬.৮	৪৮.৯	৪৮.৪

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৩.৮ ২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাজেটের অংশ হিসেবে মূলধন ব্যয়ের ক্ষেত্রে উর্ধ্বমূখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় (সারণি ৩.৪)। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি জিডিপি'র মাত্র ৪.১ শতাংশ থাকলেও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে তা জিডিপির ৫.৩ শতাংশে উন্নীত হয়। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার নির্ধারণ করা হয়েছে জিডিপি'র ৬.৬ শতাংশে (সারণি ৩.৫)।

সারণি ৩.৫: মোট সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন

(জিডিপি'র শতাংশ হিসাবে)

খাত	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
	প্রকৃত						সংশোধিত
মোট ব্যয়	১৪.৬	১৪.১	১৩.৮	১৩.৯	১৩.৬	১৪.৩	১৭.৪
আবর্তক ব্যয়	৮.৪	৮.২	৭.৯	৮.৩	৮.২	৭.৯	৯.৮
বেতন ও ভাতাদি	১.৮	২.০	১.৯	২.৩	২.৫	২.১	২.৩
পণ্য ও সেবা	১.১	১.১	১.১	১.১	১.০	১.০	১.২
সুদ পরিশোধ	২.০	২.১	২.০	১.৯	১.৮	১.৯	১.৯
অভ্যন্তরীণ	১.৯	২.০	১.৯	১.৮	১.৭	১.৭	১.৮
বৈদেশিক	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.২	০.১
ভর্তুকি ও স্থানান্তর ব্যয়	৩.৪	৩.১	২.৮	৩.১	২.৯	২.৯	৪.২
থোক বরাদ্দ ও কাসক*	০.০	০.৩	০.২	০.১	০.২	০.০	০.১
খাদ্য হিসাবের স্থিতি	০.০	০.০	০.১	০.০	০.১	০.৩	০.০
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.১	৪.১	৪.৩	৪.৭	৪.৩	৫.৩	৬.৬
এডিপি বহির্ভূত মূলধন ও নিট ঋণ	১.৬	৩.৪	২.০	১.১	০.৪	০.৭	১.১

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় *কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি

আবর্তক ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

৩.৯ বিগত ছয় অর্থ বছরে চলতি ব্যয় জিডিপি'র ৮.০ শতাংশের মধ্যে উঠা-নামা করলেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে তা ৯.৮ শতাংশ হতে পারে। মধ্যমেয়াদে, ২০২১-২২ অর্থ বছরে চলতি ব্যয় জিডিপি'র ৯.৭ শতাংশে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণি ৩.৬)।

সারণি ৩.৬: আবর্তক ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

(জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)

২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
প্রকৃত				সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
৭.৯	৮.৩	৮.২	৮.৩	৯.৮	৯.৬	৯.৪	৯.৭

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বেতন ও ভাতাদি

৩.১০ বেতন-ভাতাদি খাতে ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ১৪.০ ও ১৩.৮ শতাংশ। কিন্তু সরকারি কর্মচারিদের জন্য নতুন বেতন কাঠামোর বাস্তবায়ন শুরু হওয়ায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ খাতে কিছুটা

উর্ধ্বমূখী প্রবণতা (১৬.৭ শতাংশ) পরিলক্ষিত হয়, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বজায় থাকে (১৮.২ শতাংশ) (সারণি ৩.৭)। অত:পর তা স্বাভাবিক ধারায় ফিরে আসে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৪.৯ শতাংশ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুসারে ১৩.১ শতাংশে পৌঁছায়। মধ্যমেয়াদে এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে বেতন-ভাতাদি খাতে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে মোট বাজেটের ১১.৫ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ১২.২ শতাংশে।

সারণি ৩.৭: বেতন ও ভাতা বাবদ ব্যয়

(বিলিয়ন টাকা)

২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
		প্রকৃত			সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
২৬৩.৯৪	২৮৮.২০	৪০০.৫০	৪৯০.৪৩	৪৭৮.৪৭	৫৭৯.৯৪	৬০১.০৯	৭২৪.৩৯	৮৬২.১৯
(১৪.০)	(১৩.৮)	(১৬.৭)	(১৮.২)	(১৪.৯)	(১৩.১)	১১.৫	১২.০	১২.২

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (বন্ধনীতে অংকসমূহ মোট বাজেটের শতাংশ)

পণ্য ও সেবায় সরকারি ব্যয়

৩.১১ ২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পণ্য ও সেবা খাতের ব্যয় বাজেটের ৮.০ শতাংশের কাছাকাছি ওঠানামা করেছে (সারণি ৩.৮), এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা ধীরে ধীরে নেমে এসেছে ৭.৩ শতাংশে। সরকারি নানামূখী উদ্যোগ, যেমন: ই-জিপি চালুর মাধ্যমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন ইত্যাদি গ্রহণের কারণে সরকারি বাজেট প্রক্রিয়ায় এ সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দে গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রাখা সম্ভবপর হয়েছে। মধ্যমেয়াদে এ খাতে ব্যয় বরাদ্দে সামান্য উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য এখাতে ব্যয় বাজেটের ৬.০ শতাংশ প্রাক্কলন করা হলেও ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটের তা ৭.৪ শতাংশে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণি ৩.৮)।

সারণি ৩.৮: পণ্য ও সেবা খাতে ব্যয়

(বিলিয়ন টাকা)

২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
		প্রকৃত			সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
১৫১.৪৫	১৬৬.২৭	১৮২.০৫	২০৫.৪৯	২৩৪.৭৯	৩১৬.২৩	৩১৮.২৮	৪২৮.০৫	৫২৪.৮১
(৮.০)	(৮.০)	(৭.৬)	(৭.৬)	(৭.৩)	(৬.৮)	(৬.০)	(৭.১)	(৭.৪)

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (বন্ধনীতে অংকসমূহ মোট বাজেটের শতাংশ)

ভর্তুকি ও হস্তান্তর ব্যয়

৩.১২ ভতুর্কি ও হস্তান্তর ব্যয় অর্থনীতিতে সামগ্রিক ভাবে দারিদ্র্যবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাধারণত অর্থনীতির যে সকল খাত অন্যান্য খাতের জন্য ইতিবাচক বাহ্যিক সুবিধা (positive externalities) তৈরি করে থাকে সে সকল খাতের উৎপাদন ও মূল্যস্তরকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে ভর্তুকি/প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, স্থানান্তর ব্যয় সরাসরি পরিবার এবং পরিবার পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদান করা হয়ে থাকে। আর ভর্তুকি প্রদান করা হয়ে থাকে খাদ্য হিসাব, সার, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন এবং অন্যান্য খাতে। এছাড়া, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ পাট কল কর্পোরেশনসমূহকে নগদ ঋণ আকারে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর সময়ের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নগদ ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে (সারণি ৩.৯ক)। মোট বাজেটের শতাংশ হিসেবে নগদ ঋণ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ৪.৬ শতাংশের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমে ১.১ শতাংশে হ্রাস পায়। মধ্যমেয়াদে, নগদ ঋণ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনা হলো নিয়মিত মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে এমনভাবে ঋণ সহায়তা প্রদান করা যাতে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত না হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ভর্তুকি খাতে ব্যয় হয় ৫০.২ বিলিয়ন টাকা, যা ছিল মোট সরকারি ব্যয়ের ১.৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের (২০১৮-১৯) সংশোধিত বাজেটে নগদ ঋণ ও ভর্তুকি খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২১২.০৭ বিলিয়ন টাকা, যা মোট সরকারি ব্যয়ের ৪.৮ শতাংশ (সারণি ৩.৯ক)।

সারণি ৩.৯ক: নগদ ঋণ এবং ভর্তুকি

(বিলিয়ন টাকা)

খাত	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
	প্রকৃত						সংশোধিত	বাজেট
১। পিডিবি	৪৪.৯	৬১.০	৮৯.৮	২৭.৯	৩৯.৯	৩৫.০	৯২.০	৯৫.০
২। বিপিসি	১৩৫.৬	২৪.৮	৬.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
৩। বিজেএমসি ও অন্যান্য	২.৬	৪.১	০.০	১.১	১১.৮	০.০	৪১.৬	৪০.০
মোট নগদ ঋণ	১৮৩.১	৮৯.৮	৯৫.৮	২৯.১	৫১.৭	৩৫.৫	১৩৩.৬	১৩৫.০
	(১০.৫)	(৪.৮)	(৪.৬)	(১.২)	(১.৯)	(১.১)	(৩.০)	(২.৬)
৪। খাদ্য	৮.৪	১০.৬	১২.৪	৯.০	২৬.৪	১৪.২	৩৩.৫	৩৫.৭
৫। গ্যাস এবং অন্যান্য	০.২	১.৬	১.৭	১.৮	৩.০০	৩৬.১	৪৫.০	৯৬.০
মোট ভর্তুকি	৮.৬	১২.১	১৪.১	১০.৯	২৯.৪	৫০.২	৭৮.৫	১৩১.৭
	(০.৫)	(০.৬)	(০.৭)	(০.৫)	(১.১)	(১.৬)	(১.৮)	(২.৫)
মোট নগদ ঋণ এবং	১৯১.৭	১০১.৯৫	১০৯.৯	৩৯.৯	৮১.১৭	৮৫.৭২	২১২.০৭	২৬৬.৭
ভর্তুকি	(১১.০)	(৫.৪)	(৫.৩)	(১.৭)	(৩.০)	(২.৭)	(৪.৮)	(৫.১)
জিডিপি'র শতাংশে	১.৬	০.৮	০.৭	০.২	০.৪	০.৪	০.৮	০.৯

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; * বন্ধনীর ভিতরের অংকসমূহ চলতি ব্যয়ের শতাংশে

৩.১৩ সরকার কৃষি, রপ্তানি এবং পাটজাত পণ্য খাতে রাজস্ব প্রণোদনা প্রদান করে থাকে। আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে প্রবাস আয়ের ক্ষেত্রেও উহা সম্প্রসারিত হবে। কৃষিখাতে প্রদত্ত নগদ প্রণোদনায় ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা দেখা যায়, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ৮৯.৭ বিলিয়ন টাকা যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫২.০ বিলিয়ন টাকায় (সারণি ৩.৯ খ)। কৃষিখাতে প্রদত্ত নগদ প্রণোদনায় আবারও উর্ধ্বমূখী প্রবণতা দেখা যাবে, কারণ চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে কৃষি প্রণোদনা খাতে ৯০.০ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। রপ্তানি এবং পাটজাত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রদত্ত প্রণোদনায় সামান্য উর্ধ্বমূখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মোট রাজস্ব প্রণোদনার পরিমাণ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল মোট সরকারি ব্যয়ের ৬.৫ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩.০ শতাংশে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে প্রণোদনার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ১৩৫.০ বিলিয়ন টাকা (যা মোট সরকারি ব্যয়ের ৩.১ শতাংশ)।

সারণি ৩.৯খ: রাজস্ব প্রণোদনা

(বিলিয়ন টাকা)

খাত	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
	প্রকৃত						সংশোধিত	বাজেট
১। কৃষি	১২০.০	৮৯.৭	৯০.০	৬৪.৩	৩৬.১	৫২.০	৯০.০	৯০.০
২। রপ্তানি	২০.৫	৩১.৪	৪০.০	৩৫.০১	৪০.০	৪০.০	৪০.০	৪০.০
৩। পাটজাত	৩.৫	০.৯৫	৭.০	০.০	৩.৯৫	৪.৮১	৫.০	৫.০
৪। প্রবাস আয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.৬০
মোট প্রণোদনা	১৪৪.০	১২২.০	১৩৭.০	৯৯.৩	৮০.১	৯৬.৮	১৩৫.০	১৬৫.৬
	(৮.২)	(৬.৫)	(৬.৬)	(৪.১)	(৩.০)	(৩.০)	(৩.১)	(৩.২)
জিডিপি'র	১.২	০.৯	০.৯	০.৫৭	০.৪১	০.৪৩	০.৫৩	০.৫৭

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; *বন্ধনীর ভিতরের অংকসমূহ মোট ব্যয়ের শতাংশে

চিত্র ৩.২: রাজস্ব প্রণোদনা

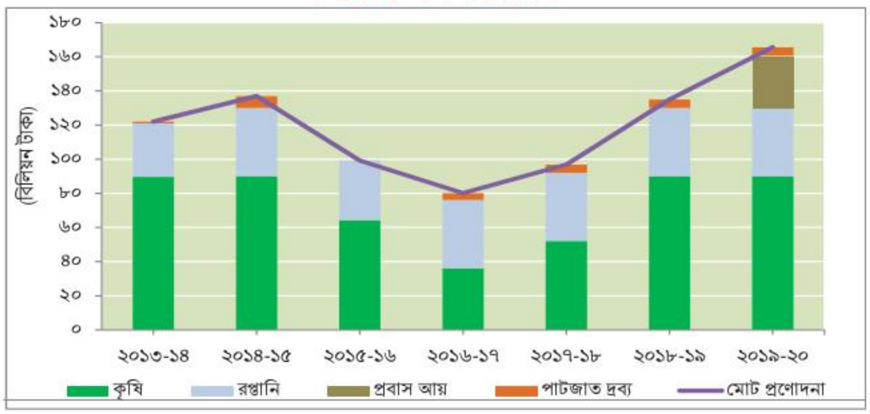

৩.১৪ সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দ প্রদানে সরকার যেভাবে গুরুত্ব প্রদান করছে, তা থেকেই প্রতিভাত হয় যে, বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে মূল্য সহায়তা প্রদান ছাড়াও বাজেটে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একটি কার্যকরি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। বিগত বছরের স্থানান্তর ব্যয়ের গতিধারা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নতুন বেতন স্কেল ২০১৬ বাস্তবায়িত হওয়ায় বেসরকারি শিক্ষকদের এমপিও বাবদ ব্যয় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায় এবং তা যথাক্রমে মোট স্থানান্তর ব্যয়ের ২২.৯৯ ও ২২.৫২ শতাংশে দাঁড়ায় (সারণি-৩.১০)। ২০১৮-

১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য প্রদেয় এমপিও বাবদ বরাদ্দ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৭৯ শতাংশ হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে 'সাধারণ মঞ্জুরি' খাতে ব্যয় সামান্য হ্রাস পেয়ে মোট স্থানান্তর ব্যয়ের ৩৮.৯০ শতাংশে দাঁড়ায় যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ৪৩.৩৭ শতাংশ। অন্যান্য খাতে হস্তান্তর মোট হস্তান্তরের শতকরা হারের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৬.০৪ শতাংশে দাঁড়ায় যা ২০১৩-১৪ সালে ছিল ২৭.২৫ শতাংশ। মধ্যমেয়াদে, সরকার 'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি' সমূহকে আরো লক্ষ্যভিত্তিক করে ব্যবস্থাপনাগত উন্নয়ন এবং সুবিধা ভোগীদের জন্য উপযোগী করার উপর গুরুত্বারোপ করছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠী, যেমন বৃদ্ধ, বিধবা ও প্রতিবন্ধী লোকদের নিরাপত্তা বেষ্টনী হিসেবে কাজ করে।

সারণি ৩.১০: বৃহৎ হস্তান্তর খাতসমূহ

(মোট সাহায্য মঞ্জুরির শতকরা হারে)

খাত	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
	প্রকৃত					সংশোধিত
সাধারণ মঞ্জুরি	৪৩.৩৭	৪৪.০৬	৩৯.৬৩	৪০.২৮	৩৮.৯০	৪৯.৩৬
শিক্ষকদের এমপিও	১৭.৬৫	১৭.১২	২২.৯৯	২২.৫২	২৪.৭৮	২৮.৭৯
ভিজিডি	২.৮৬	২.৭৪	২.৪৫	২.৫২	৩.২৯	৩.৯৯
ভিজিএফ	৩.৭৮	২.৬৪	৩.০৭	২.৭০	৩.০৪	৪.৫৬
টিআর	০.০২	০.০০	০.০২	০.১২	০.৪৮	০.৫৫
জিআর	৫.০৬	৩.৮২	৩.৪৯	৩.১৮	৩.৪৭	৫.০৯
অন্যান্য	২৭.২৫	২৯.৬২	২৮.৩৪	২৮.৬৮	২৬.০৪	৭.৬৫
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০০	১০০.০০

নোট: ভিজিডি: ভালনেরেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট, ভিজিএফ: ভালনেরেবল গ্রুপ ফিডিং, টিআর: টেস্ট রিলিফ, জিআর: গ্রাটুইসাস রিলিফ

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সুদ পরিশোধ

৩.১৫ সরকারি ব্যয়ের একটি বড় অংশ ব্যয় হয় সুদ পরিশোধ বাবদ। সরকার সবসময় সহজ শর্তের (concessionary) বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে, ফলে এই প্রকারের ঋণ মোট ঋণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট সরকারি ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে সুদ বাবদ ব্যয়ের ক্রমবর্ধমান প্রবনতা লক্ষ্য করা যায় (১৪.৮৩ শতাংশ)। পক্ষান্তরে, ২০১৫-১৬

অর্থবছরে সুদ ব্যয়ের এই হার কমতে শুরু করে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এটি ১২.৯২ শতাংশে নেমে আসে (সারণি ৩.১১)। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের বিপরীতে সুদ বাবদ ব্যয়ের হার গত অর্থবছর অপেক্ষা আরও কমে ১১.০১ শতাংশ হবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে, ঘাটতি ব্যয় মেটানো ও সামষ্টিক ভারসাম্যহীনতা এড়ানোর লক্ষ্যে সরকার সহজ শর্তের বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

সারণি ৩.১১: সরকারি ঋণের উপর সুদ ব্যয়

(মোট ব্যয়ের শতাংশ)

খাত	২০১২-১৩ প্রকৃত	২০১৩-১৪ প্রকৃত	২০১৪-১৫ প্রকৃত	২০১৫-১৬ প্রকৃত	২০১৬-১৭ প্রকৃত	২০১৭-১৮ প্রকৃত	২০১৮-১৯ সংশোধিত
অভ্যন্তরীণ	১২.৮৬	১৩.৯৬	১৪.০৯	১৩.১০	১২.৪৫	১১.৮৫	১০.২৩
বৈদেশিক	১.০১	০.৮৫	০.৭৪	০.৬৭	০.৬৭	১.১২	০.৭৮
সর্বমোট	১৩.৮৭	১৪.৮১	১৪.৮৩	১৩.৭৭	১৩.১৪	১২.৯২	১১.০১

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

মূলধন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

৩.১৬ সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধন ব্যয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও নন-এডিপি মূলধন ব্যয়। মোট সরকারি ব্যয়ের মধ্যে, মূলধন ব্যয় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল জিডিপি'র ৫.৮ শতাংশ যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬.১ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে মূলধন ব্যয় আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৭ শতাংশ হবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে, ২০২১-২২ অর্থবছর নাগাদ মূলধন ব্যয় জিডিপি'র ৯.১ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (সারণি ৩.১২)।

সারণি ৩.১২: মূলধন ব্যয় ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

(জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)

২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	সংশোধিত	প্রক্ষেপণ		
৫.৮	৫.৬	৫.২	৬.১	৭.৭	৮.৫	৯.০	৯.১

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয়

৩.১৭ সরকারি খাতে মূলধন সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র বরাদ্দের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ধারা লক্ষ্য করা যায়, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ৬০০ বিলিয়ন টাকা হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৬৭০ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছেছে। এডিপির প্রকৃত বাস্তবায়ন ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ৫৯৫.৫ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৪৮১.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর সময়কালে এডিপি বাস্তবায়নের হার সংশোধিত বাজেটের ৯৩ শতাংশ হতে ৯৪.০২ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করেছে। বস্তুত, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি খাতে দ্রুত বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হলেও প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সক্ষমতার অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য সরকার এডিপি বাস্তবায়নের হার সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধির বিষয়ে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, সকল মন্ত্রণালয়ের জন্য আইবাস++ নামক ডিজিটাল প্লাটফর্ম চালুকরণ, মেগা প্রকল্পসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান, এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার আনয়ন। উদাহরণ হিসেবে, বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে চতুর্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য লাইন মন্ত্রণালয়সমূহ এবং অর্থ বিভাগ হতে অনুমোদন নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান, এবং তা সরাসরি ব্যবহারের জন্য প্রকল্প পরিচালকের নিকট অর্পণ করা হয়েছে। সরকারের এসকল পদক্ষেপ গ্রহণ প্রকল্প সাহায্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অপচয় রোধ করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র বরাদ্দ এবং বাস্তবায়নের অবস্থা সম্বলিত তথ্য সারণি ৩.১৩ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ৩.১৩: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন

(বিলিয়ন টাকা)

	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
বাজেট	৬৫৮.৭	৮০৩.১	৯৭০.০	১১০৭.০	১৫৩৩.৮	১৭৩০.০
সংশোধিত বাজেট	৬০০.০	৭৫০.০	৯১০.০	১১০৭.০	১৪৮৩.৮	১৬৭০.০
প্রকৃত বাস্তবায়ন (জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)	৫৯৫.৫ (৪.৪)	৭১১.৪ (৪.৭)	৮৭০.৬ (৫.০)	১০৭০.৮ (৫.৪)	১৪৮১.৭ (৭.৯)	--
সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে বাস্তবায়ন (%)	৯৩	৯১	৯৩	৮৯.৭৬	৯৪.০২	--

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;

মধ্যমেয়াদে (২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২) ব্যয়ের খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার

৩.১৮ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করার পাশাপাশি সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন ও অসমতা হ্রাস এবং জনগণের জীবনযাত্রায় মৌলিক ও গুণগত পরিবর্তন আনয়ন। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের মধ্যমেয়াদি ব্যয় কাঠামোতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যয় খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে কারিগরি শিক্ষাসহ শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা জনগনের দোড়গোড়ায় পৌঁছানো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, সড়ক, রেল ও বন্দরসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অন্তর্ভুক্তিমূলক মানব সম্পদ উন্নয়ন, সরকারি সেবা প্রদানে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হতে সুবিধা গ্রহণ ইত্যাদি। তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে সৃষ্ট হুমকিসমূহের মোকাবেলা ও অভিযোজনের বিষয় ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে। ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে খাতভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় কার্যক্রমের তালিকা এখানে উপস্থাপন করা হলো। পাশাপাশি, বিস্তারিত কর্মসূচি ব্যয় সারণি ৩.১৪ তে দেখানো হলো।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি[১]

৩.১৯ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য যৌক্তিক মূল্যে মানসম্পন্ন ও নিরবছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে, যা বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের জন্য একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আগামী এক বছরের মধ্যে দেশের সকল উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সুষম বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সরকার ইতোমধ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ খাতের মোট ব্যয় বার্ষিক গড়ে ৫.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩১১.৩৯ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.২০ আগের পরিকল্পনা হালনাগাদ করে বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার আওতায়, ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার কাজ করছে। সরকার বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে ২১ হাজার ২৮২ মেগাওয়াটে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে। দেশে গ্যাস স্বল্পতাজনিত কারণে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্লান্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিরাজমান সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য সরকার কয়লা, ডিজেল, ফার্নেস তেল, পারমাণবিক শক্তি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। সাশ্রয়ী জ্বালানি ও বিদ্যুতের উৎস উদ্ভাবনের জন্য এ খাতে অনুসন্ধান ও গবেষণা অব্যাহত রাখা হবে। নিরবছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ২৮ হাজার সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইনের পরিমান ৬ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। উন্নত দেশের ন্যায় বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় বিতরণ লাইন আন্ডারগ্রাউন্ড করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। গ্রাহক হয়রানি লাঘবে ও বিলিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়নে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

[১] বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম এ খাতের অন্তর্ভূক্ত।

৩.২১ বিদ্যুতের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার অতিরিক্ত আরও ১৪,২০২ মেগাওয়াট উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫৩টি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। বিদ্যুৎ বিভাগ পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ সংরক্ষণ, মেরামত ও বিদ্যমান কেন্দ্র প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অধিকন্তু, ৫৫ হাজার সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে অফ-গ্রীড এলাকায় ২.৫ কোটিরও বেশী মানুষের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে প্রায় ৫৭২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানী থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাদে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৬৪ কিলোওয়াট পার আওয়ারে উন্নীত হয়েছে।

৩.২২ দেশে অফ-শোর ও অন-শোর এলাকা হতে অনাবিষ্কৃত গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ ইতোমধ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ভারত ও মিয়ানমার থেকে সমুদ্রের নতুন এলাকা অর্জনের পরে সরকার অফ-শোর এলাকা হতে গ্যাস উত্তোলন ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীর সাথে উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। দেশে টেকসই জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং এনার্জি সেভিং ইকুইপমেন্ট এর ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে, এবং ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশ ও ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। বর্তমানে দেশে জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা ১২.২১ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে এবং চলমান মংলা তেল স্থাপনা নির্মাণ কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হলে জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা আরো ১.০০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাবে।

৩.২৩ জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার এলএনজি আমদানি করছে। মহেশখালীতে দৈনিক প্রায় ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি ভাসমান সংরক্ষণাগার ও পুনঃগ্যাসায়ন ইউনিট (FSRU) স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বর্তমানে দৈনিক প্রায় ৬৫০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি জাতীয় গ্যাস গ্রীডে যুক্ত হচ্ছে। এছাড়াও মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় সরকার পটুয়াখালীর পায়রাতে স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পরিবহন ও যোগাযোগ[২]

৩.২৪ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি দক্ষ ও সাশ্রয়ী পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি সুসংবদ্ধ পরিবহন ও যোগাযোগ নেটওয়ার্ক শিল্পের কাঁচামাল ও পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে, মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখায় এবং দ্রুত শিল্পায়ন নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখে। টেকসই এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য সরকার সড়ক, রেল, সেতু, নৌপরিবহন, বেসামরিক বিমান ও টেলিযোগাযোগ খাতে চলমান সরকারি বিনিয়োগ বজায় রাখা এবং তা সম্প্রসারণে কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। সরকার যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নকে অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসাবে বিবেচনা করে অতীতের ন্যায় ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এই খাতে মোট ব্যয় বার্ষিক গড়ে ১৬.৮৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৭৫.৯৩ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

৩.২৫ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ ও সমৃদ্ধির সুফল সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার জন্য সেতু বিভাগের অগ্রাধিকার তালিকার মধ্যে রয়েছে - এক্সপ্রেসওয়ে, সেতু, নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম। ৬.১৫ কিমি দীর্ঘ 'পদ্মা বহুমুখী সেতু' প্রকল্পের এখন পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে ৬৯ শতাংশ। তাছাড়া সেতু বিভাগ অন্যান্য যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে তার মধ্যে ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ 'ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে', ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ 'ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে', ঢাকা সাবওয়ে, ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণ অন্যতম। নির্ধারিত সময়ের আগেই দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদি সংস্কার/কর্মপরিকল্পনার আওতায় ৮৯০০ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ এবং ৬৫৫০ মিটার সেতু ও কালভার্ট পুনঃনির্মাণ করা হবে।

[২] সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবংবেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

৩.২৬ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নতুন সড়ক নির্মাণ, পুরাতন সড়ক সংস্কার, উড়াল সেতু/ওভারপাস নির্মাণ, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি জনগুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে সকল জাতীয় মহাসড়ককে ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর আওতায় ৫০৯ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক ইতোমধ্যে চার লেইনে উন্নীত করার কাজ শেষ হয়েছে, এবং আরও ৫০৭ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক চার লেইনে উন্নীত করার কাজ চলমান আছে । বিশ্বায়নের সুফল ভোগ এবং বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহন নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের জন্য Revised Strategic Transport Plan (RSTP), ২০১৫-৩৫ বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এর আওতায় উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line - ৬ নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। বিমান বন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত MRT Line - ১ এর নির্মাণ কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। অধিকন্তু, বিমান বন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত গণপরিবহন ব্যবস্থা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) ও ৫৫ কিলোমিটার 'ঢাকা-মাওয়া-ভাংগা এক্সপ্রেসওয়ে' দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছে। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ডিজিটাইজেশন করা, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণ, অনলাইনে সড়ক বিষয়ক কর এবং ফি আদায় ইত্যাদি কার্যক্রম সরকারের অগ্রাধিকার তালিকার মধ্যে রয়েছে।

৩.২৭ রেলওয়ে খাতকে একটি নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী ও আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রেলপথ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে বিস্তৃত রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সে লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদে নতুন রেলপথ নির্মাণ ও বিদ্যমান লাইনের সংস্কার, রেলপথকে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইনে রূপান্তরকরণ, নতুন ও বন্ধ রেল স্টেশন চালু করা, লোকোমোটিভ ও কোচসহ নতুন ট্রেন ক্রয় ও ট্রেনের সার্ভিস বৃদ্ধি করার উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। অধিকন্তু, রেলওয়ের সার্বিক উন্নয়নে সরকার ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৬-৪৫ পর্যন্ত ৩০ বছর সময়ব্যাপি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে, এবং এর অংশ হিসেবে ঢাকা-চট্রগ্রাম-কক্সবাজার দ্রুতগতির (High Speed) ট্রেন নির্মাণের পরিকল্পনা করছে।

৩.২৮ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার তালিকার মধ্যে রয়েছে নৌপথের নাব্যতা, নিরাপত্তা ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, সমুদ্র বন্দর, স্থল বন্দর, গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেলসমূহ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। মধ্যমেয়াদে, নদনদীসমূহের ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব দিয়ে আগামীতে এ লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথের নাব্যতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীতে ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বেনাপোল, বুড়িমারী ও তামাবিল স্থলবন্দরের অবকাঠামো ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। ১০টি ড্রেজার সংগ্রহ করার মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিএ'র বার্ষিক ড্রেজিং ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। আগামী অর্থবছরে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি ২.৮ মিলিয়ন টিইইউ'স (TEUs) থেকে ৩ মিলিয়ন টিইইউ'স (TEUs) পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। পায়রা সমুদ্রবন্দরের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে। নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় জনবলের বর্ধিষ্ণু চাহিদা মেটানোর তাগিদে বরিশাল, মাদারীপুর, রংপুর ও সিলেটে চারটি মেরিন একাডেমি স্থাপন করা হয়েছে।

৩.২৯ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় দেশে একটি দ্রুত ও মানসম্মত আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর আওতায় রয়েছে, দেশের বিমানবন্দরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন, বিমানপথে সহজ ও নিরাপদযাত্রী ও কার্গো পরিবহন নিশ্চিতকরণ, এবং বাংলাদেশকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক হাবে পরিণত করার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যাত্রী হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি ১২ মিলিয়নে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে এর রানওয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া কক্সবাজার বিমানবন্দর এবং সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে রানওয়ে সম্প্রসারণসহ সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এর সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে স্থান নির্বাচন ও সমীক্ষা সম্পাদনের কাজ চলছে।

কৃষি[৩]

৩.৩০ বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উৎপাদনে কৃষির অবদান ক্রমাগত হ্রাস পেলেও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গ্রামীণ জনগনের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিকে দারিদ্র্যবান্ধব করায় কৃষিখাত মূল ভূমিকা পালন করছে। এই সেক্টর বর্তমানে দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬২ শতাংশের কর্মসংস্থান করছে। এছাড়াও, পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণেও কৃষিখাত মৌলিক ভূমিকা পালন করছে। জাতীয় বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে কৃষিকে একটি অগ্রাধিকার সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কৃষি খাতে মোট ব্যয় গড়ে ১০.২৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৪০.০৪ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৩.৩১ শিল্পায়নের ফলে প্রতিনিয়ত আবাদি জমি ক্রমাগত কমে আসছে, তথাপি সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় গত ১০ বছর কৃষিখাত গড়ে ৩.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ ও অন্যান্য জাতীয় পরিকল্পনায় বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে লাগসই প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করার জন্য সরকার নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মধ্যমেয়াদে, কৃষি মন্ত্রণালয় পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, খামার যান্ত্রিকীকরণের কার্যক্রম জোরদারকরণ, ফলনোত্তর ফসলের ক্ষতির পরিমাণ কমানো, জৈববালাই ব্যবস্থা জনপ্রিয়করণ, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন, সঙ্গনিরোধ কেন্দ্র স্থাপন, কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার সারা দেশে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের মাধ্যমে ২ কোটির বেশী কৃষকের মধ্যে কৃষি ভর্তুকি, প্রণোদনা ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করবে। ২৪ প্রকারের কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য কৃষকদের মাঝে মাত্র ৪ শতাংশ সুদে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রাখা হবে।

৩.৩২ দেশের প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদাপূরণে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১ ও সরকারের অন্যান্য পরিকল্পনার আলোকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

[৩] কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দেশের অভ্যন্তরীণ আমিষের চাহিদা পূরণপূর্বক মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণিজ পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা ও অর্জন করছে। মধ্যমেয়াদে, সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় প্রাধান্য পাবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি (ইলিশ মাছসহ), মৎস্য রপ্তানি (চিংড়ি ও সাদা মাছ) ও জেলে সম্প্রদায়/মৎস্য চাষীদের আয় বৃদ্ধি করা। অন্যান্য অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে- প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাত উন্নয়ন, মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপন্ন মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি, জাটকা-নিধন-নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদেরকে প্রণোদনা প্রদান, পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ, ফরমালিনমুক্ত কাটা মাছ (Dressed Fish) এর বিপণন কার্যক্রম জোরদারকরণ, প্রান্তিক জেলে সম্প্রদায়সহ মৎস্য ব্যবসায়ীদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য রপ্তানি নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম।

৩.৩৩ কৃষি ও শিল্প খাতে প্রত্যাশিত বিনিয়োগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে সরকার জনগণের দোরগোড়ায় ভূমি সংক্রান্ত সেবা পৌঁছে দেয়া ও সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে ব্যবসাবান্ধব করে গড়ে তোলার মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে, সরকারি কাজে ভূমি প্রাপ্তি ও ভূমি মালিকদের সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ আইন সংশোধন করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহার আধুনিকায়নের জন্য ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, সমন্বিত ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড সিস্টেমের মাধ্যমে ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ তিনটি ভূমি অফিসের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন, মৌজা ও প্লটভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং, আধুনিক জরিপ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন, ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন, এবং মাঠ পর্যায়ের ভূমি অফিসের অবকাঠামো উন্নয়ন।

৩.৩৪ পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় পানিসম্পদের সুষম ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের পানির চাহিদা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মাথায় রেখে সকলের জন্য নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পানি নিশ্চিতকরণ ও

পানিসম্পদের দক্ষ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে এ মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় নদী ও খাল খনন, পুনঃখনন এবং অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমসমূহকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয় বিদ্যমান বাঁধ ও অবকাঠামো মেরামত, সংস্কার, পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং নতুন বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন কার্যক্রম এবং হাওর-বাওড় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে অগ্রাধিকার প্রদান করে আসছে। ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের মাধ্যমে বড় বড় নদী খনন করে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার কার্যক্রমকেও অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। ৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখননের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। Climate Smart Integrated Coastal Resource Database (CSICRD) তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, পার্শ্ববর্তী দেশ হতে প্রবাহিত অভিন্ন নদীসমূহের পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩.৩৫ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমির ব্যবহার ও পরিবেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার উদ্দেশ্যে সরকার 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' গ্রহণ করেছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। Climate Fiscal Framework (CFF) কে হালনাগাদ করে নতুনভাবে প্রকাশ করা হবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার প্রদান করছে ইকো-ব্যবস্থা ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর। মধ্যমেয়াদে (২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর), সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উদ্বাস্তু মোকাবেলা ইত্যাদিকে। অন্যান্য অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে- বনজসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জীব-বৈচিত্র্য উন্নয়ন, উপকূলীয় এলাকায় ম্যানগ্রোভ বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম।

শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি[৪]

৩.৩৬ বাস্তব-ভিত্তিক, কর্মসংস্থান-মুখী, দক্ষতাবর্ধক ও সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অতীব জরুরী। শিক্ষাখাতের সামগ্রিক লক্ষ্য হলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখা, অসমতা দূরীকরণ ও বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন। আর এ জন্য প্রয়োজন বাস্তব-ভিত্তিক ও কর্মসংস্থানমুখী একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা। পৃথিবী আজ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে; এথেকে পর্যাপ্ত সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে সরকার বিষয়-ভিত্তিক শ্রেণিকক্ষ স্থাপনে আগ্রহী, যেখানে শেখানো হবে ন্যানো প্রযুক্তি, জীব-প্রযুক্তি, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ইত্যাদি।

৩.৩৭ সরকার সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা, শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, নারীদের উচ্চ শিক্ষায় ভর্তিতে উৎসাহিতকরণ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, ঝরে-পড়ার হার হ্রাস ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদি নীতির ভিত্তিতে উপযুক্ত কার্যক্রম ও প্রকল্প গ্রহণ করছে। সরকার বেসরকারি বিদ্যালয় ও কলেজের জন্য এমপিও ভূক্তি কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে, যা বেসরকারি খাতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করবে। মধ্যমেয়াদে (২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অগ্রাধিকার তালিকার মধ্যে থাকবে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, ডিজিটাল শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রণোদনা ও উপ-বৃত্তির টাকা প্রদান, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম। এছাড়াও, ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত শিক্ষায় অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৩.৩৮ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্মসংস্থানমুখী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। মানসম্পন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তার ও দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হবে, যাতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কারিকুলাম উন্নয়ন, উচ্চপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ ইত্যাদি খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চালন করা

[৪] প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর বিভিন্ন কার্যক্রম এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

সম্ভব হয়। আগামী বছরগুলোতেও এ খাতে উচ্চহারে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হবে, এবং বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরনের উদ্যোগ নেয়া হবে। মধ্যমেয়াদে, উদীয়মান প্রযুক্তি-নির্ভর বিষয়গুলোর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হবে, যাতে এসকল বিষয়ে জনশক্তির ক্রমবর্ধনশীল চাহিদা সহজেই মেটানো যায়।

৩.৩৯ মানসম্মত ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত ও বাস্তবায়িত এ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ২৬,১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন, মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি, সরকারি প্রাথমিক ও নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ, এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রচলন ইত্যাদি। আগামী অর্থবছরে জাতীয় স্কুল ফিডিং নীতি প্রণয়ন করা হবে। এ বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-৪ গ্রহণ করেছে। মধ্যমেয়াদে, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-৪ এর আওতায় এ বিভাগ মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, শিক্ষকদের বুনিয়াদি, আইসিটি, ইংরেজি ও সাব-ক্লাস্টারভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৩.৪০ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহ সৃষ্টি করায় কাজ করছে, যাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে অর্জিত অগ্রগতির মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা যায়। মধ্যমেয়াদে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়নমূলক অগ্রাধিকার তালিকার মধ্যে অন্যতম হলো: বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশে-বিদেশে এমএস, পিএইচডি এবং পোষ্ট ডক্টরাল কোর্সে ফেলোশিপ প্রদান, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের স্থান নির্বাচনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই, স্বল্পমূলে টাইড এবং ওয়েব থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কার, পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা হতে জনগণ ও পরিবেশের সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, এবং সমুদ্রসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণার জন্য অবকাঠামো ও মানব সম্পদ উন্নয়ন। মধ্যমেয়াদে সরকার বিজ্ঞান-ভিত্তিক গবেষণা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করবে এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি এবং সহায়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হবে।

৩.৪১ শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের মোট ব্যয় বার্ষিক গড়ে ১৩.২৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯৬০.০৫ বিলিয়ন টাকা হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

আইসিটি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ[৫]

৩.৪২ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মান সরকারের "ভিশন ২০২১" এর আওতায় একটি অন্যতম লক্ষ্য। দেশের সকল মানুষের দোরগোড়ায় সহজে সরকারি সেবা প্রদানই ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য। যৌথভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এ লক্ষ্য পূরণে কাজ করছে। সে অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও তার ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হয়েছে, এবং সারাদেশে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপিত হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ের ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্র, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ই-সেবাকেন্দ্র, উপজেলা ও গ্রামীণ ডাকঘরের ই-সেন্টার, এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন সেন্টার ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, কৃষি, জন্ম-নিবন্ধন, সামাজিক নিরাপত্তা ভাতাসহ প্রায় সকল সেবা সহজে ও সুলভে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। সরকারি ভাবে জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-3 Certified) স্থাপন করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদি কৌশল হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সারাদেশে ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারণ, গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ৩৫৫ একর জমির উপর 'বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি' স্থাপন, ২৮টি হাই-টেকপার্ক/ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন যার মধ্যে তিনটির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, সরকারি দপ্তরে ই-নথির প্রচলন, সরকারি ক্রয়ে ই-জিপি'র প্রয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ই-কমার্সের ব্যবহারের মাধ্যমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, এবং জাতীয় পরিবেশ কৌশল (National Environmental Architecture) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩.৪৩ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ টেলি-ঘনত্ব ও টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন করছে। দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯ কোটি ছাড়িয়েছে। টেলি-ঘনত্ব ৯৩ শতাংশ অতিক্রম করেছে। ৪-জি (ফোর-জি) মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে এবং প্রান্তিক এলাকায় এর আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশ্বের ৫৭তম স্যাটেলাইট

[৫] ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর বিভিন্ন কার্যক্রম এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

অধিকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মহাকাশে লাল সবুজের পতাকার রঙের নকশাখচিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সফল উৎক্ষেপন সম্পন্ন করেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নানাবিধ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, প্রত্যন্ত অঞ্চলে সম্প্রচারভিত্তিক সেবা প্রসার সহজতর হয়েছে। বৈশ্বিক টেলিযোগাযোগের উপর নির্ভরশীলতার অবসান হয়েছে। ডিটিএইচ, ভিডিও ট্রান্সমিশন, ভিস্যাট, বেসরকারি নেটওয়ার্ক, পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশন ইত্যাদি সেবা সহজ হয়েছে। মধ্যমেয়াদে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াসহ প্রতিটি ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারনের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগের আওতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহন করেছে।

৩.৪৪ সরকার চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের (Industry 4.0) সুবিধাসমূহ যথাযথভাবে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে কাজ করছে। তথ্য আদান-প্রদানের অপরিবর্তনীয় ও নিরাপদ মাধ্যম হলো ব্লক চেইন প্রযুক্তি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ব্লক চেইন প্রযুক্তি ব্যবহারে সরকার কাজ করবে। সরকার বাংলাদেশে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে, বিশেষ করে যুবসমাজের উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে।

স্বাস্থ্য[৬]

৩.৪৫ সরকার স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উন্নত স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি, এবং সাশ্রয়ী ও গুণগত পরিবার পরিকল্পনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্য সচেতন, সুস্থ, উদ্যমী এবং কর্মক্ষম জনশক্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকার কাজ করছে। উল্লেখ্য যে, সরকার বর্তমানে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য ১৩,৭৭৯ কমিউনিটি ক্লিনিক এর মাধ্যমে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ করছে, যেখানে প্রতিদিন প্রতিটি ক্লিনিক থেকে গড়ে ৪০ জন সেবা পাচ্ছে, যার মধ্যে ৮০ শতাংশ নারী ও শিশু। ফলে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ মাতৃমৃত্যু হার, নবজাতকের মৃত্যু হার, অনুর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যু হার, অপুষ্টি, খর্বতা, কম-ওজন ইত্যাদি হ্রাসে ক্রমাগত উন্নতি সাধিত হচ্ছে। সরকার (জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে) ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৪ শত ৮৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে

[৬] স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যান বিভাগ এর বিভিন্ন কার্যক্রম এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

স্বাস্থ্যসেবা খাতে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কমর্সূচি (৪র্থ এইচপিএনএসপি) বাস্তবায়ন করছে। মধ্যমেয়াদি কৌশল হিসেবে সরকার, অটিস্টিক এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন নাগরিকগণের অধিকার সংরক্ষণে বেশকিছু অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে, যেমন- সরকারি মেডিকেল হাসপাতালে অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সেল প্রতিষ্ঠা, দেশের ১৬টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, প্রণয়ন, ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরো ডিজঅর্ডার স্থাপন ইত্যাদি। স্বাস্থ্যখাতের মোট ব্যয় বার্ষিক গড়ে ১১.৪৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩০৯.২১ বিলিয়ন টাকা হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

৩.৪৬ স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নতকরণ ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সরকার মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। মধ্যমেয়াদি কৌশল হিসেবে, সকল বিভাগে পর্যায়ক্রমে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। বিগত দশ বছরে সারা দেশে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা এবং এমবিবিএস কোর্সের আসন সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ২০০৬ সালের ৪৬টি হতে বর্তমানে ১১১ তে উন্নীত হয়েছে, একইভাবে এমবিবিএস কোর্সের আসন সংখ্যা ২০০৬ সালের ২,০৫০টি হতে ২০১৮ সালে ১০,৩০০ তে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাতৃমৃত্যু হার কমানোর জন্য ৩,০০০ মিডওয়াইফ পদ সৃজন করা হয়েছে, এবং ৫,১০০ সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নার্সিং শিক্ষার প্রসারে আগামী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরো তিনটি নার্সিং কলেজ স্থাপন করা হবে। মধ্যমেয়াদি কৌশল হিসেবে সরকার প্রযুক্তিভিত্তিক চিকিৎসা শিক্ষার উদ্ভাবন ও প্রসারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ[৭]

৩.৪৭ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের একটি প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা এবং কল্যাণমূলক ব্যয়। দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্যের হার হ্রাসের লক্ষ্যে সরকার সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহকে অগ্রাধিকারভিত্তিক

[৭] সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয় এর বিভিন্ন কার্যক্রম এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

কর্মসূচি হিসেবে নিবিড়ভাবে বাস্তবায়ন করেছে। ফলে ২০০৫ সালের দারিদ্র্যের হার ৪০.০ শতাংশ হতে ২০১৮ সালে ২১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সাল নাগাদ দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশের নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে দারিদ্র্য ১২.৩০ শতাংশে এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৪.৫০ শতাংশে নামিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সকলের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পরিধি এবং বাজেটের আকার প্রতিবছরই বৃদ্ধি করা হচ্ছে। দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ পরিবার এখন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় এসেছে; বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ এই কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকার এই খাতে ৬৪ হাজার ১৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। আগামী ৫ বছরে এই খাতের বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হবে।

৩.৪৮ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে কার্যকর করা ও সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতার হার ও উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জি-টু-পি (Government to Person) পেমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে উপকারভোগীর নিকট সরাসরি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। জি-টু-পি পদ্ধতি ৯টি ক্যাশ ট্রান্সফার কার্যক্রমের মাধ্যমে রোলআউট করা হয়েছে। সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহারে জাতীয় পচিয় পত্রের সাহায্যে তথ্য-ভান্ডার স্থাপন করা হয়েছে। দেশের অনগ্রসর, বঞ্চিত, অসহায়, অটিস্টিক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো ক্ষুদ্র ঋণ ও অনুদান কার্যক্রম, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস, Disability Job Fair আয়োজন, এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন। ক্ষুদ্রঋণ অতি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে যার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

৩.৪৯ বয়স্ক ভাতা, বিধবা এবং নিগৃহীতা নারীদের ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, এবং প্রতিবন্ধী ছাত্রদের উপবৃত্তি ইত্যাদি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহ অব্যাহত রাখায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বেদেসহ অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গ, চা বাগান শ্রমিক, এবং ক্যান্সার,